তীব্র গরমে মাছচাষিদের করণীয়

তীব্র তাপদাহে মাছচাষের পুকুর ও জলাশয়ের দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা কমে সংকট তৈরি হয়, প্রাকৃতিক খাদ্য বিনষ্ট হয়, প্রয়োগকৃত খাদ্য পচেঁ ক্ষতিকর গ্যাস সৃষ্টিসহ থার্মাল শক তৈরি হয় এবং পানির ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলী পরিবর্তিত হয়ে মাছের মড়ক দেখা দেয়। এমতাবস্থায়, মাছচাষিদের নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাগুলো মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হলো-

- দিনের বেলায় জাল/হররা টেনে পুকুর/জলাশয়ের তলদেশের দূষিত গ্যাস বের করে দেয়া;
- তাপদাহ চলাকালীন প্রতি ১৫ দিনে অন্তর ভোরে প্রতি শতাংশে ১০০-২০০ গ্রাম চুন, বিকালে ১০০-২০০ গ্রাম হারে লবণ প্রয়োগ;
- তাপদাহ চলাকালীন প্রতিদিন কার্বোহাইড্রেট জাতীয় উপাদান (আটা/ চাল/ভূট্টার কুড়া ইত্যাদি) প্রতি শতাংশে ৫০-১০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ;
- তাপদাহ চলাকালীন পুকুর/জলাশয়ে ইউরিয়া অথবা ইউরিয়া জাতীয় সার প্রয়োগ বন্ধ রাখা;
- প্রয়োজনে দৈনিক প্রয়োগকৃত খাদ্যের পরিমাণ অর্ধেক কিংবা অবস্থাভেদে আনুপাতিক হারে কমানো;
- সম্ভব হলে পুকুর/জলাশয়ে চাষকৃত মাছের মজুদ ঘনত্ব কমানো ও পচনশীল দ্রব্য থাকলে অপসারণ করা;
- সম্ভব হলে দুপুরের পর পুকুর/জলাশয়ে ডিপ টিউবওয়েল/সাব মার্সিবল পাম্প/অন্যান্য উৎস থেকে নিরাপদ ঠান্ডা পানি ঝর্ণাকারে সরবরাহ এবং পানির প্রয়োজনীয় গভীরতা বৃদ্ধি করা;
- অক্সিজেনের ঘাটতিতে প্রতি শতকে প্রতি ফুট গভীরতায় ১ টি করে অক্সিজেন ট্যাবলেট প্রয়োগ;
- চাষকৃত পুকুর/জলাশয়ে প্রতিদিন দুপুরের পর অন্ততঃ ১ ঘন্টা এবং শেষ রাতে কমপক্ষে ২ ঘন্টা এরেটর চালানো;
- জলায়তন অনুপাতে পুকুর/জলাশয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশে কচুরিপানা দিয়ে ছায়াযুক্ত স্থান তৈরি করা; (পুকুর/ জলাশয়ে যাতে ছড়িয়ে না যায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে);
- পুকুরের ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ নিয়মিত পরীক্ষাপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
- প্রয়োজনে জেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ।

মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী